প্রাক্‌কথন

''সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নরনারীর জীবন জটিলতার স্বরূপ : একটি অন্বেষণ'' শিরোনামে অভিসন্দর্ভটির প্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি। আমি শ্রীমতি স্মিতা সরকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার একটি ছোট্ট জনপদ শিবমন্দিরে জন্ম সূত্রে বেড়ে উঠেছি। প্রিয় শহর শিলিগুড়িতে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির পাঠ নেওয়া। ছোটবেলা থেকেই গল্প, উপন্যাস পড়বার প্রতি প্রবল আকর্ষণ তৈরি করবার প্রাথমিক পাঠ আমার বাবার কাছ থেকে নেওয়া। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তিনি আমায় গল্পের বই উপহার দিতেন। নিজেও নানারকম দেশ বিদেশের গল্প শোনাতেন। আমার গল্প উপন্যাস পাঠের ঝোঁক আরম্ভ হয় তখন থেকেই। প্রতিবছর দার্জিলিং জেলা বইমেলা এলে সারা বছরের জমানো টাকা দিয়ে নতুন বই সংগ্রহ করতাম এবং সানন্দে তা পাঠ করতাম। বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই ভালোবাসা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে মহাবিদ্যালয় স্তরে সাম্মানিক বাংলা সাহিত্য পাঠক্রম নিয়ে পড়া শুরু করতে। এরপর স্নাতকোত্তর পাঠক্রম পড়ার জন্য শিবমন্দির স্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এর বাংলা বিভাগে ভর্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আমি প্রথিতযশা অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন দিক সম্পর্কে অবগত হই এবং তাদের সুপরিচালনায় আমি সম্মানের সঙ্গে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমটি উত্তীর্ণ হই।

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম এর দ্বিতীয় বর্ষে বিশেষ সাহিত্য বিভাগ হিসেবে 'উপন্যাস-ছোটগল্প' অংশটি নির্বাচন করি। গল্প উপন্যাসের জগৎ বরাবর প্রথম পছন্দ। ফলে স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ পাঠক্রমটির 'আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য' পাঠক্রমটির প্রতি বিশেষ ভাবে আকর্ষিত হই। এই সময়ে আমি বাংলা বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় মাতৃসম অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার সান্নিধ্য লাভ করি। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ক্লাসগুলিতে রবীন্দ্র সাহিত্য, চিত্রা কাব্যগ্রন্থের সৌন্দর্য চেতনা, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে কবির মনোভাবনা, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'-এর নানা অজানা তথ্য তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছি। সাহিত্য রসজ্ঞ পণ্ডিত ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া সাহিত্যে নারী সমাজের ক্রমবিকাশের স্তরবিন্যাসটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবেও তথ্যপূর্ণ বিভিন্ন অংশগুলিকে বিস্তৃত আকারে এম. ফিলের ক্লাসগুলিতে ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর বাচনশৈলীর নৈপুণ্য আমার হৃদয়পুরকে মুগ্ধ করেছিল। ঠিক করেছিলাম সমাজে নারীদের অবস্থান ও তাদের উত্তরণের কাহিনী নিয়ে পরবর্তীতে কাজ করবো। সেই মতো তাঁর নির্দেশানুযায়ী এম. ফিল-এ ''আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসে তিন প্রজন্মের নারী মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাস'' বিষয়ে গবেষণার কাজ করি এবং সাফল্য লাভ করি।

পরবর্তীতে ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া যখন আমায় আরো নিবিড় ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাবের

সঙ্গে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিস্তৃত পাঠ সম্পর্কে অনুপ্রেরণা ও আকর্ষণ তৈরি করে পিএইচ. ডি উপাধির জন্য পড়াশোনা করতে বলেন, আমি সানন্দে তার আদেশ মাথা পেতে নিই। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে নিবিড় পর্যালোচনা করে গবেষণা কর্মের জন্য মনস্থির করি। যেহেতু উপন্যাস আমার প্রিয় বিষয়, তাই কিশোরী বয়স থেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য বিরচিত উপন্যাসগুলি আমি মুগ্ধ চিত্তে পাঠ করতাম। তিনি নারীদের জীবন প্রবাহ, তাদের জীবনের চড়াই উৎরাই পথ, সম্পর্কহীনতার দুর্দমনীয় যন্ত্রণা, সমাজের কটাক্ষ, পরিবারতন্ত্রের বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে জর্জরিত নারী হৃদয়ের অব্যক্ত হাহাকার, আধুনিক জীবনের জটিলতর পরিস্থিতিতে নর-নারীর দাম্পত্য সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি অত্যন্ত সচেতন ভাবে উপন্যাসের আঙ্গিনায় প্রকাশ করেছেন। সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব হিসেবে পরিচিত সেই অনামী নারী চরিত্রগুলির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানী দৃপ্ত, সাহসী জীবন সংগ্রামে উত্তরণের কাহিনীগুলোকে আমি আমার গবেষণার বিষয় নির্ণয় করি। গবেষণা পত্রের শিরোনাম ''সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নরনারীর জীবন জটিলতার স্বরূপ : একটি অন্বেষণ''। এ বিষয়ে গবেষণাকর্মের খুঁটিনাটি সকল প্রাথমিক বিষয়গুলির অজ্ঞতা দূর করে কাজটি নিটোল ভাবে করবার অনুপ্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছেন আমার মাতৃসম অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা। তিনি গবেষণা সংক্রান্ত আমার সকল কৌতূহলকে নিবারণ করে একটি স্বচ্ছ ধারণার বোধ সৃজন করেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থাদির সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি ব্যবহারের সুপরামর্শ দান করেন। গ্রন্থাগারের সমস্ত ব্যক্তির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের সহযোগিতায় অনেক দুর্লভ বই সংগ্রহ করে পাঠ করতে সমর্থ হয়েছি। সকলের অমায়িক ব্যবহার অবশ্যই নমস্কার যোগ্য। গবেষণা বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক রূপরেখা লাভ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংক্রান্ত কোর্সওয়ার্ক এর নিয়মিত ক্লাস করে। বিভাগীয় নমস্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা গণ পরম মমতায়, সন্তান স্নেহে সমস্ত বিষয়গুলি সুন্দর ও সাবলীল ভাবে উপস্থাপন করে আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেছেন।

প্রফেসর মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া শুধুমাত্র একজন সুঅধ্যাপিকা নন, একজন অনিন্দ্যসুন্দর স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ। তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র নন, আমার মাতৃসমা, যিনি আমার উচ্চশিক্ষা লাভের কাণ্ডারী। আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দান করতে তিনি সর্বদা তাঁর স্নেহ ভালোবাসা ও অপরিমেয় জ্ঞানের দ্বারা আমাদের সম্পৃক্ত করেছেন। পড়াশোনার বাইরেও ব্যক্তি জীবনে তিনি অত্যন্ত সৎ ও বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ। যে কোন প্রয়োজনে জীবনের নানা পর্বে আলোক-অন্ধকারে তাঁর করুণাময়ী হাতের পরশ আমরা সকলেই প্রাপ্ত হয়েছি। নীরবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে শূন্য থেকে পূর্ণতায় উন্নীত করবার মানসিক দৃঢ়তা ও ঔদার্য তিনিই শিখিয়েছেন। তাঁর মতো সাহিত্য রসাস্বাদনের নিবিড় ও গভীর অনুসন্ধিৎসু সত্ত্বা ও আদ্যন্ত একজন সৎ, গুণী, মহৎ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য

পেয়ে আমি ধন্য। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তৈরি করবার ক্ষেত্রে ম্যাডামের সার্বিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা নিঃসন্দেহে দুটি বাক্যে বলা সম্ভবপর নয়। গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে যেভাবে তিনি মূল্যবান বক্তব্যে সহজতর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবং বারংবার আমায় উৎসাহিত করেছেন, নিজে চোখের সমস্যায় জর্জরিত হলেও ধৈর্য্য সহকারে আমার লেখনীকে সংশোধন করে বিষয়গুলির স্বচ্ছতা দান করেছেন, তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। গবেষণাপত্র রচনার সঠিক নির্মাণ ও লেখন শৈলী সম্পর্কে আলোকপাত করে তিনি কাজটি সুন্দরভাবে সম্পাদনের দিকে এক ধাপ অগ্রসর করে দিয়েছেন। আক্ষরিক অর্থেই তাঁর সুদক্ষ পরিচালনা, সুপরামর্শ ও সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ফলেই আমি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ করতে পেরেছি। ম্যাডাম আমার শুধু শিক্ষক তিনি আমার শিক্ষামাতা। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জ্ঞাপন করি। তৎসহ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এর বাংলা বিভাগের সকল মাননীয় আমার বরেণ্য অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণকে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানাই। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শে বার বার ঋদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছি।

আমার বাবা শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র সরকার ও মা শ্রীমতি শিবানী সরকার প্রতিনিয়ত পাশে থেকে শিক্ষানুসন্ধানী মনোভাবকে অনুপ্রেরণা ও সাহস জুগিয়ে আমার এগিয়ে চলার পথকে মসৃণ করেছেন। সত্যি তাঁদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সুপরামর্শ আমার এগিয়ে চলার পাথেয়। আমি তাঁদের প্রতি চিরঋণী। আমার ভাই শ্রী শুভদীপ সরকার আমায় সর্বদা মানসিক ভাবে সুদৃঢ় রাখতে সুপরামর্শ দান করেছে। তার প্রতি অন্তরের ভালোবাসা জ্ঞাপন করি। আমার পিসি ড. সংহিতা চৌধুরী (বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল বিভাগ, হাওড়া মহিলা মহাবিদ্যালয়) মহাশয়ার অবদান চিরস্মরণীয়। গবেষণা পর্বে তার প্রভূত সাহায্য ও সুপরামর্শ আমার এগিয়ে চলার পথকে সুগম করেছে। অধ্যাপক শ্রী তপন মণ্ডল স্যার মহাশয় ও অধ্যাপক শ্রী উৎপল মণ্ডল স্যার মহাশয় গবেষণা সংক্রান্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমায় ঋদ্ধ করেছেন। আমি তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। বন্ধু বিশ্বজিৎ কোনার, অভিষেক চক্রবর্তী, ভ্রাতৃপ্রতিম মনোজিৎ বর্মন, ভগিনি সুবর্ণা সেন আমায় সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া অনেক জ্ঞানী, গুণীজনের সুপরামর্শ দানে আমি আপ্লুত হয়েছি। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকেও নানা সূত্রে সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। অভিসন্দর্ভটির মুদ্রণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে আমায় সহায়তা করেছেন শ্রীমতি তনয়া সরকার ও সুজিৎ রায়। তার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। সংশ্লিষ্ট সকল শ্রদ্ধেয় সুধীজনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

পরিশেষে একথা বলি, আমার বহুশ্রমসাধ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তৈরি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্বাচিত উপন্যাসগুলির নিবিড় পাঠ অন্তে লেখিকার সুগভীর

দৃষ্টিকোণে আধুনিক নগর জীবনজাত নর-নারীর জীবনে যে জটিল যন্ত্রণাগুলি উদ্ভুত হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার চেষ্টা করেছি এবং সমকালের প্রভাবে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির যে মানসিক উত্তরণ, তৎসহ নারী জাতির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের উত্তরণের কাহিনীকে আলোচ্য পর্যায়ে বিধৃত করেছি। তবে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নকালে যথাসম্ভব সতর্ক দৃষ্টিতে কাজ করা ও সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

Smita Sarkar
26/4/2021

তাং :

গবেষক

শিবমন্দির

স্মিতা সরকার

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দার্জিলিং